বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট

বিটিআরআই উপকেন্দ্র, বাংলাদেশ চা বোর্ড
বাগানবাড়ী, ধাক্কামারা, পঞ্চগড়।
ইমেইলঃ btri.panchagarh@gmail.com
ওয়েবঃ www.btri.gov.bd
স্থাপিত ২০০১

পটভূমিঃ

বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিটিআরআই) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ চা বোর্ডের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসেবে চা শিল্পের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। গবেষণার মাধ্যমে উন্নততর প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রয়োগের ধারাবাহিকতার লক্ষে ১৯৫৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি চায়ের রাজ্যখ্যাত শ্রীমঙ্গলে বিটিআরআই (তৎকালীন পিটিআরএস) প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এ ইনস্টিটিউটের ৪টি পূর্ণাঙ্গ উপকেন্দ্র রয়েছে। তন্মধ্যে একটি মৌলভীবাজারের কালিটিতে, একটি চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে, একটি বান্দরবানের সুয়ালকে এবং একটি পঞ্চগড়ের ধাক্কামারায় অবস্থিত।

পঞ্চগড় জেলায় ১৯৯৯ ইং সালে চা চাষ করার পরিকল্পনা গ্রহন করা হয় এবং সে মোতাবেক ২০০০ ইং সালে বাংলাদেশ চা বোর্ড তথা বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনষ্টিটিউট (বিটিআরআই) এর অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীদের সার্বিক তত্ত্বাবধায়নে পঞ্চগড়ে সর্বপ্রথম কাজী এন্ড কাজী চা বাগান৬২৭ একর জমিতে অর্গানিক চা চাষ শুরু করে যা পরবর্তীতে মীনা চা নামে পরিচিতি লাভ করে। উত্তরবঙ্গের চা শিল্পের উন্নয়নে ২০০১ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে পঞ্চগড়ে বাংলাদেশ চা বোর্ডের আঞ্চলিক কার্যালয়ে বিটিআরআই উপকেন্দ্র স্থাপিত হয়।

পঞ্চগড় এ চা চাষের যে বিপ্লব ঘটেছে তা মূলত বাংলাদেশ চা বোর্ডের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনষ্টিটিউট (বিটিআরআই) এ নিয়োজিত বিজ্ঞানীদের নিরলশ কর্ম প্রচেষ্টায়। যার ফলে বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের এই অবহেলিত অঞ্চল মঙ্গা নামক অভিশাপ্ত শব্দটিকে জয় করতে পেরেছে। এতে করে এই উত্তরের জনপদটি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কর্মকান্ডে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে তেমনি এই অঞ্চলটি অর্থনৈতিক ভাবে অন্যতম চালিকা শক্তিতেও রূপান্তরিত হয়েছে। পঞ্চগড়ের এই ক্ষুদ্র পর্যায়ের চা চাষকে আরও বিকাশিত ও ত্বরান্বিত করতে বাংলাদেশ চা বোর্ডের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনষ্টিটিউট (বিটিআরআই) সাম্প্রতি পঞ্চগড়ের চা

চাষিদের মাঝে বিনামূল্যে সিএফসি প্রকল্পের মাধ্যমে চার লক্ষ চা চারা বিতরণ করেছে। যা নিঃসন্দেহে অত্যান্ত প্রশংসনীয়। তাছাড়াও প্রতি বছরই বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনষ্টিটিউট (বিটিআরআই) এর অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীরা পঞ্চগড়ের চা চাষিদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক পন্থায় চা চাষের কলাকৌশল হাতে কলমে শেখানোর জন্য বিভিন্ন প্রকারের প্রশিক্ষনের আয়োজন করে থাকেন । এতে করে চা চাষিরা যেমন উপকৃত হচ্ছেন তেমনি পঞ্চগড়ের চা চাষ আরও বেগমান হচ্ছে। ফলে এর উপকারিতা পঞ্চগড়ে চা চাষে জড়িত প্রত্যাক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে প্রায় ১২,০০০ লোক সহ হত দরিদ্র প্রায় ২,০০০ নারী ও পুরুষ সকলেই পাচ্ছে । সে কারনে বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনষ্টিটিউট (বিটিআরআই) এর এই উপকেন্দ্রটি পঞ্চগড়ের লোকজনদের নিকট চায়ের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। ২০১৬ সালে ৯টি চা বাগানের ৭৯৮.৪৩ হেক্টর জমিতে ৫০,১৬,৩৫২ কেজি সবুজ কাঁচা চা পাতা উৎপাদিত হয়েছে। এছাড়াও পঞ্চগড়ের ক্ষুদ্র টি এস্টেট, ক্ষুদ্রায়তন চা চাষি ও ক্ষুদ্র চা চাষিদের মোট ১০৪৬.৮৪ হেক্টর জমিতে ৯৫,৫৬,৫৮৫ কেজি সবুজ কাঁচা চা পাতা উৎপাদিত হয়েছে। পঞ্চগড়ে সর্ব মোট১৮৪৫.২৭ হেক্টর জমিতে ১,৪৫,৭২,৯৩৭ কেজি সবুজ কাঁচা চা পাতা উৎপাদিত হয়েছে। ২০১৬ সালে ৭টি ফ্যাক্টরীতে মোট ৩২০৪৬,০৬, কেজি তৈরি চা উৎপাদিত হয়েছে।

উপকেন্দ্রটির উদ্দেশ্য ও কার্য াবলীঃ

১) বিটিআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত বিভিন্ন টেকসই প্রযুক্তির আঞ্চলিক ট্রায়াল সম্পন্ন করা।
২) চা চাষিদের জন্য স্বল্পমূল্যে ফ্রেশ কাটিং, শিকড়যুক্ত চারা ইত্যাদি ভিপি নার্স ারিতে তৈরি ও বিতরণ করা।
৩) দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষে উত্তবঙ্গের বিভিন্ন চা বাগানের ব্যবস্থাপক, সহকারী ব্যবস্থাপক ও ক্ষুদ্র চা চাষিদের জন্য চা আবাদীর উপর দুইদিন ব্যাপি বার্ষি কপ্রশিক্ষণ কোর্স এর আয়োজন করা।
৪) চা আবাদীর বিভিন্ন বিষয় যেমন- মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা, নার্স ারী ব্যবস্থাপনা, প্লান্টিং, প্রুনিং, প্লাকিং, টিপিং, সার প্রয়োগ, পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন, চা প্রক্রিয়াজাতকরণ, চা আস্বাদন ইত্যাদির উপর মাঠ পর্য ায়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ ও কর্ম শালার আয়োজন করা।
৫) উত্তরবঙ্গের চা বাগানসমূহে ও ক্ষুদ্র চা চাষিদের চা আবাদ সংক্রান্ত সরেজমিনে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানকল্পে বিজ্ঞানভিত্তিক কারিগরি সহায়তা প্রদান করা।

অর্জনঃ

এ উপকেন্দ্রে ১,৪০,০০০ উন্নত জাতের বিটি সিরিজের চা চারা উৎপাদনের জন্য একটি আধুনিক এইচ ওয়াই ভি নার্স ারী রয়েছে। এ যাবৎ পঞ্চগড়স্থ বিটিআরআই উপকেন্দ্র থেকে পর্য াপ্ত সংখ্যক ফ্রেশ কাটিংও শিকড়যুক্ত চারা চা চাষিদের মাঝে সল্পমূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের চা বাগান ও চা চাষিদের জন্য চা আবাদীর উপর মোট ১৪টি বার্ষি ক কোর্সে র আয়োজন করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের চা বাগান ও চা চাষিদের বাগানে সরেজমিনে ১,৪৪০টি উপদেশমূলক ভ্রমণ করে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। চা আবাদীর বিভিন্ন বিষয়ে অর্থ াৎপ্লান্টিং, প্রুনিং, প্লাকিং, টিপিং, সার প্রয়োগ, পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন, চা প্রক্রিয়াজাতকরণ, চা আস্বাদন ইত্যাদির উপর ৬৭টি প্রশিক্ষণ ও কর্ম শালার আয়োজন করা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

আধুনিক ল্যাব ও দক্ষ জনবল সমৃদ্ধ উপকেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গের চা বাগান ও চা চাষিদের বিজ্ঞানসম্মত কারিগরি ও প্রযুক্তি সেবা নিশ্চিতকরণ।

জনবলঃ

১) ড. মোহাম্মদ শামীম আল মামুন, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্ম কর্তা। মোবাইলঃ ০১৭১২১১৯৮৪৩
২) মোঃ জায়েদ ইমাম সিদ্দিকী, উর্ধ্বতন খামার সহকারী। মোবাইলঃ ০১৭৩৬০৩৬০৬৫
৩) মোঃ এন্তাজুল হক খোকন, অফিস সহায়ক।
৪) মোঃ আব্দুল হাকিম, নিরাপত্তা প্রহরী।